পুতুলের বিয়ে

নজরুল ইসলাম

ডি. এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার।
"ডি, এম, লাইব্রেরী"
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম—পাঁচ আনা

RARE BOOK

NATIONAL LIBRARY
No. 13634
...11...

প্রিণ্টার—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ভট্টাচার্য্য প্রেস
২, বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

সানি ও নিনি

—কল্যাণীয়েষু

মেয়ে—

কমলি, টুলি, পঞ্চি, খেঁদি, বেগম, ঠাকুরমা।

পুরুষ—

কমলির দাদা মণি ও পুরুত ঠাকুর।

পঞ্চি ময়মনসিংহের ও খেঁদি বাঁকুড়া জেলার অধিবাসী।

পুতুলের বিয়ে

(ছোট মেয়েদের নাটক)

পুতুলের বিয়ে

(পুতুল খেলিতে খেলিতে মেয়েদের গান)

খেলি আয় পুতুল-খেলা
বয়ে যায় খেলার বেলা সই।
বাবা ঐ যান আপিসে ভাব্‌না কিসের,
খোকারা দোলায় ঘুমায় ঐ॥

দাদা যায় ইস্কুলেতে, মা খুড়িমা
রান্না করেন ঐ হেঁসেলে,
ঠান্‌দি দাওয়ায় ঝিমোয় ব'সে
ফোক্‌লা বদন মেলে।
আয় লো ভুলি পঞ্চি টুলী
পট্‌লী খেঁদি কই॥

কম্‌লি। তা হ'লে ভাই টুলি, তোকে আর টুলি বল্‌বনা। তুই আজ থেকে আমার বেয়া'ন হলি, কেমন? আজ যে আমার চিনে পুতুলের সঙ্গে তোর মেম-পুতুলের বিয়ে।

টুলি। না ভাই কম্‌লি, তোর ঐ কদা-কুচ্ছিৎ চীনে পুতুলটার সঙ্গে আমার মেম-পুতুলের বিয়ে দেবোনা। [illegible] বাবা!

ঐ পুতুলটা যা চোখ উল্টোয়! আমার পুতুল ওকে দেখ্‌লে ভয়ে আঁৎকে উঠবে! তার চেয়ে—তোর ঐ পুতুলটী, যার নাম রেখেছিস্‌ ডালিম কুমার—ঐটীকে আমি জামাই কর্‌ব।

কম্‌লি। মা গো, কি হবে! তা হ'লে আমার চীনে পুতুলের বিয়ে হবে কি ক'রে? ওকে যে কেউ বিয়ে কর্‌তে চায় না! অত বড় ছেলে আমার আইবুড়ো হয়ে থাক্‌বে? মা গো, লোকে বল্‌বে কি!

টুলি। তা ভাই, তুই বরং পঞ্চির মেয়ের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ কর্‌ না!

পঞ্চি। কি কস্‌! পঞ্চির বেডি অত হস্তা না! ওই চীনা অলম্বুস্‌ডারে জামাই কর্‌ব নি! ওডা দেখ্‌বার যেমন ভূতের লাহান্‌, নামও তেম্‌নি রাখছে—ফুচুং! উয়ারে দেইহাই আমার মায়্যা এক্কুরে চিক্কুর পাইর‍্যা ফাল দিয়া উঠ্‌ব! টুলি আপন বেডিরে দেয়না ক্যান্‌?

টুলি। বাপ্‌রে, ওকে আর ক্ষ্যাপাস্‌নে ভাই! তার চেয়ে বরং বাঁকুড়ি খেঁদীকে ব'লে দেখ্‌, সে যদি মেয়ে দিতে রাজি হয়!

খেঁদি। বটে! সে হবেক নাই ভাই! আমার বিটীকে বিষ খাওঁয়াই মেরে ফেল্‌ব, তবু উ চীনাটাকে বিয়া দিব নাই! টুলি একটা চীনা মেয়্যা আনা করাক, উয়ার সঙ্গে তখন ঐ চীনা পুতুলের বিয়া দিবেক।

কম্‌লি। না ভাই, তোরা সব আমার খোকাকে অমন ক'রে যা-না তাই বলিস্‌নে! খোকা একটু খ্যাঁদা আর চোখ একটু কুতুরে ব'লেই না তোরা ওকে চীনা মনে করিস্‌! ও কি

আর সত্যিই চীনে? ওকে ত আমিই পেটে ধরেছি! ঐ ছাখ্ ও বুঝি কাঁদ্ছে। ষাট, ষাট, বালাই!—

ধন্ ধন্ ধন্ ধন্ মুরলি
এই ধনকে দেখ্তে নারে কোন্ বেরালি।
ওকে কে বলে রে খ্যাঁদা,
তার চোখে লাগুক ধাঁদা।
খ্যাঁদা কি বল্তে দেবো?
সোনা দিয়ে নাক বাঁধিয়ে দেবো॥

টুলি। তা হ'লে ভাই, ডালিমকুমারের সঙ্গেই আমার মেয়ের সম্বন্ধ পাকা হ'ল, কেমন?

কমলি। আচ্ছা ভাই, তাই নয়ত হ'ল! তোর পুতুলের নাম কি ভাই? পুঁটুরাণী, না? দে, বউকে একটু নাচাই।

পুঁটু নাচে কোন্খানে
শতদলের মাঝখানে।
সেথায় পুঁটু কি করে,
ডুব্-গালিগালি মাছ ধরে।
মাছ ধরে আর ফুল পাড়ে
কুঁড়োজালি দিয়ে মাছ ধরে॥

বৌদি। এই! বিয়া যে দিবি, নেমন্তন্ন করতে বেরাবি নাই? ইদিকে ম্যাঘে ম্যাঘে যে এনেক বেলা হঁয়ে গেল খ'।

কম্‌লি। থ ঠিক বলেছ ভাই থ! না ভাই সত্যি, চল্‌—পটুলিকে আর বেগমকে নিয়ে আসি।

টুলি। ঐ দেখ বেগম আস্‌ছে।—হাঁ, দেখ্‌ কম্‌লি, বেগমের সুন্দর একটা জাপানী পুতুল আছে; ঐটের সঙ্গে তোর চীনে পুতুলের বিয়ে দে না!

কম্‌লি। বেশ মনে করিয়ে দিয়েছিস্‌ ভাই। সেই—কী যেন একটা ছড়া আছে—ছাই মনেও পড়ছে না!

টুলি। ও! সেই ছড়াটা ত?—

খুকুর দেবো বিয়ে বেগম-মহলে,
খুকু হবে বেগম সাহেব, বাঁদী সকলে।
খুকু হাতে পর্‌বে হীরের বালা
গলায় পরবে মুক্তোর মালা।
সোনার খাটে থাকবে শুয়ে রূপোর মহলে
শতেক বাঁদী বাঁধ্‌বে চুল নাইয়ে গোলাব-জলে॥

[গান করিতে করিতে বেগমের আগমন]

কুলের আচার নাচার হয়ে
আছিস কেন শিকায় ঝু'লে।
কাচের জারে বেচারা তুই
মরিস্‌ কেন ফেঁপে ফু'লে॥

কাঁচা তেঁতুল পেয়ারা আম
ডাঁশা জামরুল আর গোলাপ-জাম—
যেমনি তোরে দেখিলাম
অমনি সব গেলাম ভু'লে ॥

কম্‌লি। আয় ভাই বেগম, তুই আজ এত দেরী কর্‌লি কেন ভাই?

বেগম। বাপ্‌রে! আব্বা যা বকেন ভাই, আমি বাইরে বেরুলে। আম্মাকে বলেন আমাকে পর্দ্দার ভিতর বিবি করে রাখতে।

কম্‌লি। মা গো মা! কী হবে! অসৈরণ সইতে নারি! আট বছরের মেয়ে আবার বিবি হবে! যা না তাই! তোর সেই ছড়াটা কি রে বেগম?

বেগম। ও! সেইটে?—

মা গো মা,
আমি বিবি হবনা!
আম কুড়োবো জাম কুড়োবো, কুড়োবো শুক্‌নো পাতা,
সোয়ামী কর্‌বে লাঙল-চাষ, আমি ধর্‌ব ছাতা।

টলি। এই বেগম! শুনেছিস্? আমার মেম-পুতুলের সাথে কম্‌লির ডালিম-কুমারের আজ বিয়ে।

বেগম। সে কি ভাই! কম্‌লির ডালিমকুমার যে আমার জামাই হবে ব'লে কথা দিয়েছিল। আমার জাপানী পুতুলের কি হবে তা হ'লে?

কম্‌লি। তা ভাই, কি করি বল্। তোরা সবাই চা'স্ ডালিমকুমারকে

জামাই করতে। ও বেচারা ছেলে মানুষ, ক'টা বউ সামলাবে বল্ ত! তা'তে আবার বিবি বউ! বউগুলো আমার ছেলের হাড় মাস ক'রে দেবে যে!

বেগম। তা আমি জানিনে ভাই। টুলি ত ফুচুংকে জামাই করবে কথা ছিল। আমার গেঁইসা পুতুল কি তা হলে ক'ড়ে-রাঁড়ি হয়ে থাক্‌বে?

পঞ্চি। কম্‌লি রে বোন্‌ডি! তোর পোলারে দুইট্যা মায়্যার সাথেই বিয়া দিয়া দে।

কম্‌লি। তা ভাই ও মন্দ বলেনি। আমার ডালিমকুমার তোদের দুজনার মেয়েকেই বিয়ে করুক। সে বেশ হবে। এক বউ শুয়ে থাক্‌বে আর এক বউ মশা তাড়াবে।

টুলি। কি? আমার মেয়ে সতীন নিয়ে ঘর করবে? আমি বেঁচে থাক্‌তে নয়! আয় পুঁটু, তোর অন্য বর খুঁজি গে।

পঞ্চি। বাপ্‌পুরে! তোমার পুথুলটা যেন হক্কল বুঝবার পারছে! পুথুল, তার আবার হতিন!

টুলি। তুই বুঝবি কি লা? হতিস্ মেয়ের মা, তা হ'লে বুঝতিস্। পুঁটু, বল ত মা সেই ছড়াটা।

আয়না আয়না আয়না
সতীন যেন হয়না।
উদ্‌বেড়ালী ক্ষুদ খায়
স্বামী রেখে সতীন খায়।

পুতুলের বিয়ে

খ্যাংরা খ্যাংরা খ্যাংরা
সতীনের মাথায় যেন হয় উকুন আর ড্যাংরা।
বেড়ী বেড়ী বেড়ী
সতীন আবাগী চেড়ি!
খোরা খোরা খোরা
সতীনকে ধ'রে নিয়ে যায় যেন তিন মিন্‌সে গোরা।
হাতা হাতা হাতা
খাই সতীনের মাথা।
থুত্‌কুড়ি থুত্‌কুড়ি থুত্‌কুড়ি
সতীন যেন হয় আঁটকুড়ি।
পাখী পাখী পাখী
নীচে ম'ল সতীন আমি উপর থেকে দেখি।
ফলগাছটী ঝিঁকুড়ি
সতীন আবাগী মেকুড়ি।
ঢেঁকিশালে শু'ল আর ঠুস্‌ ক'রে ম'ল!
বঁটি বঁটি বঁটি
সতীনের ছেরাদ্দের কুট্‌নো কুটি।
অশত্থ্‌ কে'টে বসত করি
সতীন কেটে আল্‌তা পরি!

খেঁদি। এতও জানে খ! ছড়ায় ছড়ায় ছিরকুটে দিলেক।

বেগম। নে ভাই, আর ঝগড়া করতে হবেনা। আমি ঐ ফুচুংএর সাথেই গেঁইসা পুতুলের বিয়ে দেবো।

টুলি। আঃ, তুই বাঁচালি ভাই বেগম। ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক তোর।

কম্‌লি। নে ভাই, এইবার লগ্নের ব্যবস্থা দেখি। এখন যে একজন পুরুত ঠাকুরের দরকার। পাঁজি পুঁথি দেখবে কে?

টুলি। হাঁ ভাই, বেশ মনে করেছিস্। আমাদের বাড়ীতে পুরুত ঠাকুর এসেছেন। মায়ের কি ব্রত আছে। আমি গিয়ে বুড়োকে ধ'রে আনি।

বেগম। সব ত হ'ল ভাই, আমার মেয়ের কপালেই ঐ চোখ উল্টানো চিনে পুতুলটা ছিল।

পঞ্চি। আরে যাইতে দে! পুথুলের তো বিয়া! ঐ চীনাডার সাথেই তোর জাপানী মায়্যাটার বিয়া দিয়া দে। আর কাইজ্যা করেনা। দেহি রে কম্‌লি, তোর চীনা পুতুলডারে দেহি। মাইয়্যো গো, উয়ার চেহারাডা দেইহ্যা আমার একটা ছরাগান মনে আইছে।—

ঠ্যাং চ্যাগাইয়া প্যাঁচা যায়
যাইতে যাইতে খ্যাচ্‌খ্যাচায়।
প্যাঁচায় গিয়া উঠ্‌ল গাছ,
কাওয়ারা সব লইল পাছ।

প্যাচার ভাইশ্‌তা কোলা ব্যাং
কইল, চাচা দাও মোর ঠ্যাং।
প্যাচায় কয়, বাপ, বারিত্‌ যাও
পাছ লইছে সব হাপের ছাও।
ইঁদুর জবাই কইর‍্যা খায়
বোঁচা নাকে ফ্যাচ্‌ফ্যাচায়॥

(সকলের হাসি)

বেগম। না ভাই! জামাইয়ের যা কেচ্ছা করছে, আমি ওর সাথে মেয়ের বিয়ে দেবো না।

খেঁদি। রে ভাই, তুরা যদি ঝগ্‌ড়াই করবি, বিয়া হবেক কখন্‌? ইদিকে লগনের বেলা যে ব'য়ে গেল! আচ্ছা ভাই, মুসলমানের পুতুলের সাথে তোর পুতুলের বিয়া হবেক কি ক'রে খ।

কম্‌লি। না ভাই, ও কথা বলিস্‌নে। বাবা বলেছেন, হিন্দু মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্ম্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লাও যা, আমাদের ভগবানও তা। বাবা আমাকে একটা গান শিখিয়েছিলেন, টুলি, তুইও ত জানিস্‌ ও গানটা, গা না ভাই আমার সাথে।

(গান)

মোরা এক বৃন্তে দুটী ফুল হিন্দু মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥

এক সে আকাশ-মায়ের কোলে
যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান ॥
এক সে দেশের খাই গো হাওয়া এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলে এক সে ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটীতে পাই
কেউ গোরে, কেউ শ্মশানে ঠাঁই।
এক ভাষাতে মাকে ডাকি, এক সুরে গাই গান ॥

টুলি। সত্যি ভাই, এক দেশে জন্ম এক মায়ের সন্তান। অন্য ধর্ম্ম ব'লে কি তাকে ঘেন্না করতে হবে?—এদিকে দেরী হয়ে যাচ্ছে—আমি পুরুত ঠাকুরকে ডেকে আনি।

কমলি। শীগ্‌গীর আস্‌বে কিন্তু ভাই। দাদা এলে কিন্তু সব তচ্‌নচ ক'রে দেবে।

[গান করিতে করিতে কম্‌লির দাদা মণির আগমন]

(গান)

হেড মাষ্টারের ছড়ি, সেকেণ্ড মাস্টারের দাড়ি
থার্ড মাষ্টারের টেড়ি, কারে দেখি কারে ছাড়ি।
হেড-পণ্ডিতের টিকির সাথে ওদের যেন আড়ি ॥
দাঁড়াইয়া ঐ হাই বেঞ্চে
হাসি রে মুখ ভেংচে ভেংচে,

খোঁড়া সেকেণ্ড্ পণ্ডিত যায় লেং'চে
হুঁকো হাতে বাড়ি,
তার মুখ নয় তোলো হাঁড়ি,
মোর হেসে ছিঁড়ে যায় নাড়ী ॥

মণি। এই কম্‌লি, কি হচ্ছে? ওরে বাপ্‌রে! কি সুন্দর সুন্দর সব পুতুল বের করা হয়েছে। দেখি, দেখি তোর পুতুল। আহা হাহা, ভাগ্নে আমার! এস এস, একটু আদর করি!

কম্‌লি। ওই যাঃ! আমার সায়েব পুতুলের ঠ্যাং ছিঁড়ে দিলে! হেই দাদা, তোমার ঢুটী পায়ে পড়ি, লক্ষ্মীটী,—আজ যে আমার পুতুলের বিয়ে। তোমাকে খুব ক'রে খেতে দেবো, মা কালির দিব্যি ক'রে বলছি

মণি। হুঁম! মাষ্টার মশাইএর মার খেয়ে আজ ক্ষিদেটা বেশী রকমেরই হয়েছে! দে, তবে নিয়ে আয় খাবার।

কম্‌লি। ও মা, এখুনি খাবার কি! টুলি পুরুতকে ডাক্‌তে গেছে, পুরুত ঠাকুর আসুন, বিয়ে হোক, তারপর না খাবার!

মণি। আরে, পুরুত ঠাকুর আবার কি মন্ত্র পড়াবে? দে, আমিই মন্ত্র পড়াচ্ছি—

আশীর্ব্বাদং শিরশ্চেদং ধ্বংস নাশং
অষ্টাঙ্গে ধবল কুষ্টিং পুঁড়ে মরং।

খেঁদি। মা গো কি হবে! এই নাকি মন্তর হ'ল থ!

মণি। এই বাঁকড়ি খেঁদি, চুপ কর্ বলছি, নৈলে তোর দাদাকে শুদ্ধ্ ডেকে আন্‌ব, মজাটা টের পাবি তখন!

বেগম। দোহাই মণিদা, ওকে আর ডাক্‌তে হবেনা! বাপ্‌রে, একা রামে রক্ষে নেই, তাতে আবার সুগ্রীব দোসর!

মণি। এই যে, বেগম! তুই কি খাওয়াবি? পোলাও মাংস কিন্তু। নৈলে তোর মেয়ের নাড়ি ভুঁড়ি বের ক'রে দেবো, একেবারে হিরণ্যকশিপু বধ!

টুলি। এই যে ভাই পুরুত ঠাকুরকে এনেছি। বাবা, ঠাকুর কি আস্‌তে চান। পাঁচ সিকে পয়সার কড়ার ক'রে তবে এনেছি।—ও বাবাঃ! মণিদা যে! তা হ'লেই হয়েছে, সব ভণ্ডুল করবে!

পুরুত ঠাকুর। বলি, কি গো দিদি ঠাকরুণরা, বর ক'নে সব প্রস্তুত ত? এই সঙ্গে তোরাও ক'নে সেজে নে। আমারও এই সাথে একটা হিল্লে হয়ে যাক।

খেঁদি। মা গো, বুড়ার ভীমরথি হঁয়েছে থ! কুঁজোর আবার সাধ যায় চিৎ হঁয়ে শু'তে থ!

পুরুত। কেন, আমায় বুঝি পছন্দ হ'ল না? আরে, রোজ চা'ল কলা খেতে পাবি। আর, মাসে চারখানা ক'রে নতুন কাপড়।

কম্‌লি। রক্ষে করুন ঠাকুর, আমরা কি হনুমান যে, চাল কলার লোভ দেখাচ্ছেন! এখন পাঁজি পুঁথি বের ক'রে বিয়ের লগ্ন দেখুন

মণি। পুরুত ঠাকুরের টিকিটি কি সুন্দর! যেন পারে বাবার টিকিট! আগায় আবার জবা ফুল বাঁধা, যেন কুঁকড়ো ঝুলছে!

পুরুত। আরে রামঃ রামঃ! এ লক্ষ্মীছাড়াটা কোথেকে জুটল? না দিদি ঠাকরুণ, আমার আর মন্ত্র পড়া হবেনা। যা হনুমান জুটিয়েছ, ও চা'লকলা ত খাবেই, উল্টে জাত ধর্ম্ম পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রে দেবে!

মণি। ঠাকুর মশাই, ঠাকুর মশাই! আপনার চট্টোপাধ্যায় মশাই যে বঙ্কিম হয়ে চাতক পক্ষীর মত হাঁ করে আছেন! বাবা, চটি ত নয় যেন জাঁতি-কল! ওটা কি? গামছা? ওটা গাম ছা ত নয়, গাম ধাড়ি!

কম্‌লি। আঃ, কি হচ্ছে দাদা? না পুরুত মশাই, আপনি রাগ করবেন না। আপনি এখন দিন দেখুন।

পুরুত। হুঁ, বর ক'নেকে নিয়ে এস, যোটক মিলিয়ে দেখি। বাঃ, বাঃ! চমৎকার বর ক'নে। এদের নাম কি?

কম্‌লি। বরের নাম ডালিমকুমার, ক'নের নাম পুঁটুরাণী।

টলি। আর একযোড়া বর ক'নে আছে পুরুত ঠাকুর! বরের নাম ফুচুং আর ক'নের নাম গেঁইসা।

পুরুত। এ রকম নাম ত সনাতন ধর্ম্মে শোনা যায় না!

টুলি। হাঁ ঠাকুর মশাই, বর হচ্ছে চীনে, আর ক'নে হচ্ছে জাপানী।

পুরুত। তা হ'লে ঐ কম্‌লির দাদাই ওদের পুরুত হোক। ও সব যাবনিক অনুষ্ঠান আমার জানা নেই।

মনি। বেশ, বেশ! এই কম্‌লি, শীগ্‌গীর তুই তা হলে এক ঝুড়ি আর্‌সুলো, গোটা দুই টিকটিকি, তিনটে সোনা ব্যাং, পোয়াখানিক কেঁচো, এক ডজন পচা ডিম আর খানিকটা নাপ্পি জোগাড় ক'রে আন্, বুঝলি? ভোজ হবে!

পঞ্চি। ত্থাহো দাদা, এইতুন এক চট্‌কনা লাগাইমু যে উৎকা মাইর‍্যা পইর‍্যা যাইব্যা! ওয়াক থুঃ! এ কি কয়, আমার বমি আইতেছে!

মণি। আরে, আরসোলার কাবাব, টিকটিকির চাট্‌নি, পচা ডিমের ঘণ্ট, তারপর এই—কোলাব্যাঙের কাট্‌লেট, এ সব না হ'লে চীনেদের ভোজ হবে কি ক'রে? আর, বেগম! তোরা ত ঈদের সময় সামাই খা'স, কেঁচো দিয়ে কি চমৎকার চীনে সামাই হবে।

বেগম। তৌবা, তৌবা! মণি দাদা, তুমি ভয়ানক দুষ্টু! পেটের ভাত পর্য্যন্ত উঠে আস্‌ছে!

পুরুত। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ট! টুলি, তুই ডেকে এনে আমার এই সর্ব্বনাশটা কর্‌লি! আবার গঙ্গাস্নান করতে হবে দেখছি!

মণি। তা ত হবে, কিন্তু ঠাকুর মশাই, এখানে গো-বর ত পাওয়া যায় না, খানিকটা নর-বর এনে দেবো?

কমলি। দাদা, আমি চল্‌লাম মাকে ডাক্‌তে। এখনি টের পাবে মজা!

মণি। আচ্ছা ভাই, এই আমি চুপ করলাম। এক ঘণ্টার মধ্যে কিন্তু সন্দেশ রসগোল্লা চাই।

টুলি। এইবার ঠাকুর মশাই লগ্ন ক্ষণ দেখুন না।

পুরুত। আব দশ মিনিটের মধ্যে কিন্তু লগ্ন, সব প্রস্তুত ত?

কমলি। হাঁ সব প্রস্তুত। আমরা ততক্ষণ একটা বিয়ের গান গেয়ে নিই। আপান প্রস্তুত হয়ে নিন্।

মিলন-গোধূলি রাঙা হয়ে এল ঐ
সোনার গগনময়।
দাও আশীষ অভয়, হে দেব জ্যোতির্ম্ময় ॥
মিলিল আবার দুইটী প্রাণ
কত যুগ পরে, হে ভগবান,
সার্থক কর, হে মনোহর, এ মিলন অক্ষয়।
যেন চির-সুখী হয়, হে দেব জ্যোতির্ম্ময় ॥

মণি। এই! বিয়ে যে হবে, তোদের ব্যাণ্ড্ কই. নহবং কই? শোন্, আমি কেনেস্তারা বাজাই, বুঝলি? আর, টুলি. তুই শিঙে ফোঁক! পাঞ্চু, তুই ভেঁপু বাজা! বাজা, বাজা, বাজা!

(ক্যানেস্তারা ইত্যাদির বাদ্য)

কমলি। দোহাই দাদা, থামো! তোমার রওশন-চৌকি মাথায় থাক্। আমাদের রওশন-চৌকি আমাদের বাড়াতেই আছে। যা তো ভাই বেগম. তুই গ্রামোফোনে তালিম হোসেনের সেই সানাই-এর রেকর্ডখানা বাজা তো।

টুলি। বা ভাই, বেশ মনে করিয়ে দিয়েছিস্! (রেকর্ড বাজিয়া উঠিল)। ঐ যে রেকর্ডখানা বেজে উঠ্‌ল। এতক্ষণে না বে'বাড়ী বলে মনে হচ্ছে!

পুরুত। কই, বর ক'নেকে নিয়ে এস। বরের হাতে ক'নের হাত দাও। আহা, হাঁ হাঁ, অত জোরে না। বরের হাত যে দেহ ছেড়ে চলে এল। হাঁ হাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। এইবার বলত বাবা ডালিম কুমার—

যদিদং হৃদয়ং তব
তদিদং হৃদয়ং মম।

মনি। অনুস্বারং আর বিসর্গং যদি সংস্কৃতং হয়তং তবে আমিং কেনং বসতং। এই! এইবার তোদের ফুচুং আর গেইশাকে নিয়ে আয়, আমি মন্তর পড়ি। হ্যাঁ, বলত বাবা ফুচুং—

ওয়ানং মর্ণং আই মেটং এ লেমং ম্যানং
ক্লোজং টু মাই ফার্ম্মং

পুরুত। বাপ্‌রে বাপ, এ আবার কোন্ মন্তর রে বাবা! যেমন উনুনমুখো দেবতা, তেমনি ছাইপাঁশ নৈবিদ্যি।

কম্‌লি। দাদার মন্তর পড়া ঠিক হচ্ছে ত পুরুত মশাই?

পুরুত। আরে, ঐ হয়েছে! হোক্‌না কাঠের বেরাল, ইঁদুর ধরলেই হ'ল। ঐ কাক্কর বিয়েতে হয় না!

কম্‌লি। নে ভাই টুলি, নে ভাই বেগম, খুড়ি বেয়ান, এইবার তোদের জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর।

বেগম। বাবা কুচুং! উপরে আল্লা, নীচে তুমি। দেখো, আমার গেইশা যেন তোমার কাছে সুখে থাকে।

যেন গাইবাছুরে গোহাল ভরে
ধনে জনে ঘর ভরে,
আদর আহ্লাদ উপ্‌চে পড়ে।
যেন অষ্ট সুখে খায়
সোনার পালঙ্কে নিদ্রা যায়।
ভিখ্-ফকিরে আঁজ্‌লা আঁজ্‌লা ভিক্ষা পায়।
শ্বশুর শ্বাশুড়ির চৌদোল এসে
পঞ্চ বাজন বাজিয়ে নিয়ে যায়।

টুলি। বাবা! উপরে ভগবান, নীচে তুমি। তোমার হাতে মেয়েকে দিলুম। দেখো যেন কোনো কষ্ট দিওনা।

রাজরাজেশ্বর স্বামী হোক,
ভীমার্জ্জুন ভাই হোক।
যেন উমার মত আদর পাস,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পাস,
জয়া বিজয়া দাসী পাস,
কুবেরের ভাণ্ডার পাস্।
ঘরে ঘটিবাটি ঝল্‌মল করে,
আল্‌নায় কাপড় দল্‌মল্ করে।

বছর বছর পুত্র পাস্।
হবে পুত্তুর মর্‌বেনা
চোখের জল পড়্‌বেনা।

(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

বেগম। এই পক্ষি, তুই সেই লাল টুক্‌টুক্ গানখানা গা না ভাই।

(পক্ষীর গান)

লাল টুক্‌টুক্ মুখে হাসি মুখখানি টুল্‌টুল্।
বিনি পানে রং দেখে যা লাল-ঝুঁটি বুল্‌বুল্॥
দেখ্‌তে আমার খুকুর বিয়ে
সূয্যি ওঠেন উদয় দিয়ে,
চাঁদ ওঠে ঐ প্রদীপ নিয়ে
গায় নদী কুল্‌কুল্॥

খেঁদি। আমি আর কি আশীর্ব্বাদ করব গ, তুরাই যে সব ব'লে ফেল্লি।

জন্ম জন্ম এয়ো হবি,
জামায়ের সুয়োরাণী হবি।
আকালের লক্ষ্মী হবি।
সময়ে পুত্রবতী হবি।
সোনার কল্‌সী টলমল
ঘটে ঘটে গঙ্গা-জল।

একূল থেকে ওকূলে যাবি
দুইকূল শীতল করবি।
মায়ের কুলে ফুল   বাপের কুলে ফল
শ্বশুর কুলে তারা,
তিন কুলে পড়বে জল গঙ্গা যমুনার ধারা।
মা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকী
তিন কুল ভ'রে দাও ধনে জনে সুখী।

পঙ্কি। আমি ভাই আর কি কইমু—

চুল মেলবা সোনার খাড়ে,
নাইবা ধুইবা পদ্মার ঘাড়ে।
ভাত খাইবা সোনার থালে
বেন্নন খাইবা রূপার বাড়িতে।
আঁচাইবা ডাবর-ভরা
পান খাইবা বিরা বিরা।
সুপারি খাইবা ছরা ছরা,
খয়ের খাইবা চাকা চাকা।
চূণ খাইবা খুটরি-ভরা,
পেচকি ফেলাইবা লাদা লাদা।

(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

কম্‌লি। নে ভাই, লগ্নের বেলা যে বয়ে গেল, এখন সকলে মিলে বর ক'নেকে বরণ করি। তার আগে ভাই বেগম একটা ওদের বিয়ের গান গাক।

(বেগমের গান)

শাদী মোবারকবাদী শাদী মোবারক।
দেয় মোবারক-বাদ আলম্ রসূলে-পাক আল্লা হক॥
আজ এ খুশীর মহ্‌ফিলে
দুল্‌হা ও দুল্‌হিনে মিলে
মিলন হ'ল প্রাণে প্রাণে
মাশুক আর আশিক॥
আউলিয়া আম্বিয়া সবে
এস এ মিলন-উৎসবে,
দোওয়া কর আজ এ খুশীর
গুলিস্তান গুল্‌জার হোক॥

কম্‌লির ঠাকুরমা। ওরে ও—ও—ও কম্‌লি, ওলো ও টুলি, ওরে ভুলি রে, ও নবা -

টুলি। ওরে কম্‌লি, ঐ শোন্ ঠাকুমা ডাকাডাকি করছে। এই বেলা আশীর্ব্বাদের গানটা গেয়ে নে।

(গান)

সাবিত্রী সমান হও, লহ লহ এই আশীষ।
শ্বশুর শাশুড়ির মা বাপের কুলের তারা হয়ে হাসিস।
লহ লহ এই আশীষ॥

রামের মত স্বামী পাস, সতী হস সীতার সম,
দশরথ কৌশল্যার মত শ্বশুর শাশুড়ি অনুপম।
লক্ষ্মণ সম দেবর পেয়ে সুখের সায়রে ভাসিস্।
লহ লহ এই আশীষ ॥

গোয়ালে গরু, মরায়ে ধান,
সিঁথেয় সিঁদুর, মুখে পান,
আলতা পায়ে চির-এয়োতি
যায় সুখে দিন এক সমান।
অন্নপূর্ণা জগৎ-জীবের মা হয়ে ফিরে আসিস
লহ লহ এই আশীষ ॥

সভা-উজ্জ্বল জামাই পাস,
ধরার মত সহ্য পাস,
জন্মায়ুগে কাল কাটাস।
পাকা চুলে পরিস সিঁদুর হয়ে থাকিস স্বামীর সো,
বেঁচে থাকিস যতকাল অক্ষয় থাক তোর হাতের নো।
পুত্র দিয়ে স্বামীর কোলে গঙ্গাজলে দেহ রাখিস।
লহ লহ এই আশীষ ॥

(উলু ও শঙ্খধ্বনি)

— সমাপ্ত —

কালো জামরে ভাই

কালো জাম রে ভাই!
আম কি তোমার ভায়রা ভাই?
লাউ বুঝি তোর দিদিমা
আর কুমড়ো তোর দাদামশাই॥
তজমুজ তোর ঠাকুমা বুঝি
কাঁঠাল তোমার ঠাকুর্দ্দা.
গোলাপজাম তোর মাস্তুত ভাই,
জামরুল কি ভাই তোর বোনাই॥
পেয়ারা কি তোর লাটিম্ রে ভাই
চিচিঙ্গে তোর লাঠি.
জাম্বুরা তোর ফুটবল
আর লঙ্কা চুষিকাঠি।
টোপাকুল তোর বৌ বুঝি
আর বৈঁচি লিচু তোর জামাই॥
নোনা আতা সোনা ভাই তোর
রাঙা দি তোর লাল মাকাল,
ডাব বুঝি তোর পানি-পাঁড়ে
ঢিল বুঝি ভাদ্র'রে তাল!
গেছো দাদা, আয়না নেমে
গালে রেখে চুমু খাই॥

জুজুবুড়ীর ভয়

(দুপুর বেলায় খোকারা সব ছাদে গিয়ে কিৎ কিৎ খেল্‌ছে)

ন্যাড়া। ছেল্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্ দিগ্।

হেবো। আমাদের মড়া মরেছে কাঠ কুড়োতে যাবি কে,
আমাদের মড়া মরেছে, কাঠ কুড়োতে যাবি কে।

হ'রে। মোড়, মোড়, মোড়!

পুঁটো। ছেল্‌কপাটি বৃন্দাবন,
ছেল্‌কপাটি দাঁত কপাটি
ন্যাড়া মাথায় মারব চাঁটি।
আম পাতা জোড়া জোড়া
মার্‌ব চাবুক চড়্‌ব ঘোড়া—
হাডু ডুড় ডুডু.. ....

মা। ও পুঁটো, ও হেবো, ও হ'রে! দুপুর রোদ্দুরে বাঁদর ছেলে
কিৎ কিৎ খেলা হচ্ছে। শীগ্‌গীর নেমে আয়!

হেবো। এই ন্যাড়া, মা ডাক্‌ছে, শীগ্‌গীর চ'।

মা। কতদিন বলেছি, দুপুর বেলা ঘরে ব'সে ব'সে পড়্‌বি,
শীগ্‌গীর বই নিয়ে ব'স্!

হেবো। ওরে মায়ের বাবারে! ছাড় ছাড়, কান গেল, কান গেল!
ছাদে খেল্‌ছিলুম কোথায়, ছাদে ত জুজুবুড়ী তাড়াচ্ছিলুম,
তোমায় ধরতে এসেছিল।

খুকী। মা গো, তোরে সত্যি বলি, দেখে এলুম ছাদে গিয়ে
মা-ধরা এক জুজুবুড়ী ব'সে আছে ঝুলি নিয়ে।

বল্‌লে, "যে মা খোকায় ধ'রে যখন তখন দুধ খাওয়ায়
চুলের মুঠি ধ'রে তার তিন সের দুধ খাওয়াই তায়।"
খবরদার মা, দুধ খেতে আর বলিস্‌নেকো দোর দিয়ে।

হেবো। বল্‌লে বুড়ী, "জল ঘাঁটলে বকে খোকায় যে সব মায়
হাবুডুবু খাওয়াই তাদের ডুবিয়ে কাদা-জল-ডোবায়।"
খবরদার মা, বকিস্‌নে আর খেল্‌লে আমি জল নিয়ে।

খুকী। না বেড়াতে দিয়ে রোদে, ধ'রে যে মা পাড়ায় ঘুম,
বল্‌লে বুড়ী, "বস্তায় পু'রে লাগাই তারে দুমাদ্দুম।"
খবরদার মা, ঘুম পাড়াস্‌নে, বেড়ালে রোদে গিয়ে।

মা। দাঁড়া, তোদের জুজুবুড়ী তাড়ানো দেখাচ্ছি। এই হ্যাড়া, হেবো, হ'রে! শীগ্‌গীর বই নিয়ে ব'স্। এই খুকী, ঘুমাবি আয়।

ঘুম আয় ঘুম! ঘুম আয় ঘুম!
নিশুতি দুপুর, নিশীথ নিঝুম।
ঘুম আয় ঘুম, ঘুম আয় ঘুম।
টুল্ টুল্ ঝিঙে ফুল ঘুমে ঝিমায়,
ঝুম্‌কো লতায় ঝিঁ ঝি আলসে ঘুমায়।
খোকনের চোখে দেয় ঘুম-পরী চুম।
ঘুম আয় ঘুম॥

কে কি হবি বল্

বোন। সাত ভাই চম্পা কে কি হবি বল্।
তোরা কে কি হবি বল্।
কেলো, ভুলো, হেবো, পচা, ভুতো, গ্যাড়া ভল্॥

প্রথম ভাই। আমি হব কাব্‌লীওয়ালা,
এক কুলো চাপ দাড়ি,
"তেরে মূসে আগা, মোর মাগায়া,
লেয়াও রুপী তাড়াতাড়ি!"

দ্বিতীয় ভাই। আমি হব পণ্ডিত মশাই,
কাঁপ্‌বে ছেলের দল
দেখে কাঁপ্‌বে ছেলের দল॥

তৃতীয় ভাই। আমি হব ফেরীওয়ালা,
চাই চানাচুর ঘুগ্‌নীদানা!
পাড়ায় পাড়ায় ফির্‌ব ঘুরে,
পার্‌বে না কেউ করতে মানা।
রাতে হাঁক্‌ব "কুল্‌ফী বরফ"
হায় কি মজার কল॥

চতুর্থ ভাই। আমি হব জজ সায়েব,
দিব ফাঁসি ছ মাস ক'রে,

পঞ্চম ভাই। দারোগা আমি,
তোর জজ্‌কে চালান দিব থানায় ধরে।

ষষ্ঠ ভাই। আমায় দেখে দারোগা গুড়ুম,
আমি হব কনিষ্ঠ-বল॥

সপ্তম ভাই। আমি হব বাবার বাবা,
মা সে আমার ভয়ে
ঘোম্‌টা দিয়ে লুকোবে কোণে
চুণি-বিল্লি হয়ে!
বল্‌ব বাবায়, ওরে খোকা
শীগ্‌গীর পাঠশাল চল্॥

ছিনিমিনি খেলা

ন্যাড়া। এই গুয়ে! পুকুরের অত কাছে যাস্‌নে! পা পিছ্‌লে প'ড়ে যাবি। দেখ্‌ছিসনে পুকুরটা জলে কি রকম টইটুম্বুর হয়ে উঠেছে।

গুয়ে। দেখ্‌না ভাই, কি সুন্দর শাপ্‌লা আর সুঁদিফুল ফুটে রয়েছে! চারটী তুলে আনি।

ন্যাড়া। ওরে না না, মা বলেছে পুকুরে জল-দানো আছে। ঠ্যাং ধ'রে হিড়্‌ হিড়্‌ ক'রে টেনে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে আয় চারটী খোলামকুচি কুড়িয়ে এনে ছিনিমিনি খেলি। আচ্ছা, পুটো, তুই আগে ছোঁড়্‌!

পুঁটো। না ভাই, এক সঙ্গে ছুড়ি। দেখি, কার কতদূর যায়। রেডি—ওয়ান্‌, টু, থ্রি! (সকলে খোলামকুচি ছুড়িল)

ন্যাড়া। ওরে ভাই, ছ্যাখ্‌ ছ্যাখ্‌, ব্যাংটার মাথায় লেগেছে। ঐ দেখ্‌, জলে নেমে চিৎ হয়ে পড়ল। ঠিক যেন মণি-ব্যাগ ভাসছে।

পুঁটো। আচ্ছা ভাই, মা যে বলে—জল ঘাঁটলে সর্দ্দি হয়, কই ব্যাঙের ত সর্দ্দি হয়না।

(ব্যাঙের ডাক)

সকলের গান

ও ভাই কোলা ব্যাং   ও ভাই কোলা ব্যাং।
সর্দ্দি তোমার হয়না বুঝি ও ভাই কোলা ব্যাং।
সারাটী দিন জল ঘেঁটে যাও ছড়িয়ে তুটী ঠ্যাং।
ও ভাই কোলা ব্যাং॥

লক্ষ্মী মেয়ে মা তোর বুঝি
খেল্‌লে বেড়ায়না কো খুঁজি,
কেউ বকেনা, মজাসে ভাই গাইছ ঘ্যাঙর ঘ্যাং॥

দিবানিশি জল ঘাঁট, তাও
চোখ ওঠেনা, কি ওষুধ খাও!
জল-দানোটা আসলে, ফেলে দাও কি মেরে ল্যাং॥

ব্যাঙ্‌দাদা, তোর মায়ের মত
মা যদি মোর লক্ষ্মী হ'ত,
তোর সাথে ভাই থাক্‌তাম জলে—
ছেড়েং ডেড়েং ড্যাং।
ছেড়েং ডেড়েং ড্যাং॥

কানামাছি

হেবো। এই ন্যাড়া, এই গুয়ে, এই খেঁদি! আয় ভাই কানামাছি খেলি। এই গুয়ে, তুই ভাই কানামাছি।

গুয়ে। না ভাই, তা কেন, এস গোনা হোক।—

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ী
রেন্ কম ঝমাঝম্
পা পিছ্‌লে আলুর দম!

এই রে, ন্যাড়া চোর। নে ওর চোখ বাঁধ। আচ্ছা রেডি —

সকলে। কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ,
কানামাছি ভোঁ ভোঁ যাকে পাবি তাকে ছোঁ!

ন্যাড়া। ওরে বাবারে! ওরে বাবারে! (কান্না)

খেঁদি। ওঠ্ ভাই লক্ষ্মীটী, কাঁদ্‌তে নেই।

ন্যাড়া। না ভাই, আমি আর খেল্‌বনা। আমার বড্ডো লেগেছে।

হেবো। চোর দেয়না বাড়ী যায়
হাঁড়ি-বাড়ি ভাত খায়।

খেঁদি। ছি ছি ছি, দেখ্‌ছিস্, ওরা কি বল্‌ছে? ওঠ্ চল্ খেলি চল্।

ন্যাড়া। উঃ আমার ভয়ানক লেগেছে! কাঠটা শক্ত যেন কাঠ!

গুয়ে! না রে, ওটা কাঠ না, ওটা তালগাছ। দাঁড়া না, ওকে ছুলোই।

পুতুলের বিয়ে

(গান)

ঝাঁকড়া-চুলো তালগাছ, তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই ?
আমার মতন পড়া কি তোর মুখস্থ হয় নাই ॥
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই ?

আমার মতন এক পায়ে ভাই
দাঁড়িয়ে আছিস্ কান ধ'রে ঠায়,
একটুখানি ঘুমোয়না তোর
পণ্ডিত মশাই ॥
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই ॥

মাথায় তু'লে পাততাড়ি তোর
কি ছাই বকিস্ বকর্ বকর্ ?
আম্‌তা আম্‌তা ক'রে নামতা
পড়িস্ কি সদাই ?
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই ॥

তালগাছ, তোর মাথার কোলে
বাবুই পাখীর বাসা ঝোলে,
কোঁচড়-ভরা মুড়ি যেন—
দে না দুটী, খাই।
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই ॥

পাখীরা তোর মাথায় এসে
উ'ড়ে এসে জু'ড়ে বসে,
ঠুক্'রে ওরা দেয় কি মাথায়,
পাতা নাড়িস্ তাই ?
তুই দাঁড়িয়ে কেন ভাই ॥

নবার নামতা পাঠ

নবা। (গান)

একদা এক হাড়ের গলায়
বাঘ ফুটিয়াছিল—

নবার বাবা। হাঁ রে নবা, এই বুঝি তোর নাম্‌তা পড়া হচ্ছে ? খেয়ে উ'ঠে যদি তোর নাম্‌তা পড়া না পাই, তা হ'লে আজ তোর হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করব ! বুঝলি ?

নবা। না বাবা, আমি ত পড়ছি !

(নামতা পাঠ)

একেক্কে এক—
বাবা কোথায়, দেখ্ !
দুয়েক্কে দুই—
নেইক ? একটু শুই !

তিনেক্কে তিন—
উহুহু! গেছি!—আলপিন!
চারেক্কে চার—
ঐ ঘরে আচার!
পাঁচেক্কে পাঁচ—
ছুই দেখ্ কুলের গাছ।
ছয়েক্কে ছয়—
বাবা গুড্ বয়!
সাতেক্কে সাত—
পণ্ডিত মশাই কাত!
আটেক্কে আঠ্—
আমি বড় লাট!
নয়েক্কে নয়—
আর একটু ভয়।
দশেক্কে দশ—
বাবা আপিস! ব্যস্!

(গান)

আমি যদি বাবা হতুম, বাবা হ'ত খোকা
না হ'লে তার নামতা পড়া,
মারতাম মাথায় টোকা॥

পুতুলের বিয়ে

রোজ যদি হ'ত রবিবার
কি মজাটাই হ'ত যে আমার!
কেবল ছুটী! থাক্‌তনাক নাম্‌তা লেখা জোকা।
থাক্‌তনাকো যুক্ত অক্ষর, অঙ্কে ধরত পোকা॥

সাত ভাই চম্পা

—প্রথম ভাই—

—আমি হব সকাল বেলার পাখী।
সবার আগে কুসুম-বাগে উঠ্‌ব আমি ডাকি'।
সূয্যিমামা জাগার আগে উঠ্‌ব আমি জেগে,
"হয়নি সকাল, ঘুমো এখন"—মা বল্‌বেন রেগে!
বলব আমি, "আল্‌সে মেয়ে! ঘুমিয়ে তুমি থাক,
হয়নি সকাল—তাই ব'লে কি সকাল হবে নাক?
আমরা যদি না জাগি মা, কেম্‌নে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠ্‌লে গো মা রাত পোহাবে তবে!"
উষা দিদির ওঠার আগে উঠ্‌ব পাহাড়-চূড়ে,
দেখ্‌ব নীচে ঘুমায় শহর শীতের কাঁথা মু'ড়ে,
ঘুমায় সাগর বালুচরে নদীর মোহানায়,
বল্‌ব আমি, ভোর হ'ল যে, সাগর ছু'টে আয়!"

ঝর্ণা-মাসি বল্‌বে হাসি, "খোকন্ এলি নাকি ?"
বল্‌ব আমি, "নইক খোকন, ঘুম-জাগানো পাখী !"
ফুলের বনে ফুল ফোটাব, অন্ধকারে আলো,
সূয্যিমামা বল্‌বে উ'ঠে, "খোকন্, ছিলে ভালো ?"
বল্‌ব, "মামা, কথা কওয়ার নাইক সময় আর,
তোমার আলোর রথ চালিয়ে ভাঙ ঘুমের দ্বার !"
রবির আগে চল্‌ব আমি ঘুম-ভাঙা গান গেয়ে,
জাগ্‌বে সাগর, পাহাড়, নদী, ঘুমের ছেলে মেয়ে !

—দ্বিতীয় ভাই—

— আমি হব গাঁয়ের রাখাল-ছেলে।
বল্‌ব, "দাদা, প্রণাম তোমায়, ঘুম ভাঙিয়ে গেলে !"
আঁচল ভ'রে মুড়ি নেব, হাতে নেব বেণু,
নদীর পারে মাঠের ধারে নিয়ে যাব ধেনু।
বাছুরটীরে কোলে ক'রে পার হব ভাই খাল,
বটের ছায়ায় জুট্‌বে এসে রাখাল-ছেলের পাল।
আমি হব রাখাল-রাজা মাঠের তেপান্তরে,
ছাতিম তরু ধর্‌বে ছাতা আমার মাথার পরে।
শালের পাতার মুকুট গ'ড়ে পরিয়ে দেবে তারা,
সিংহাসনে পাত্‌বে এনে নবীন ধানের চারা।

গলায় বন-ফুলের মালা ; দুল্‌বে ছাতিম-শাখে
কাঁচা রোদের সোনার ঝালর পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
দণ্ড তু'লে বল্‌ব আমি, "ওগো করদ নদী,
করব শাসন এই মাঠে কর না দিয়ে যাও যদি।
এদেশে না ফল্‌লে ফসল, না পেলে ঘাস গরু,
না হাসিলে ফুলে ফলে আমার দেশের তরু,
পাহাড় কেটে পাথর এনে রাখ্‌ব তোমায় বেঁধে,
তোমায় খুঁজে সাগর-মাতা মর্‌বে তোমার কেঁদে !"
বল্‌ব মেঘে, "জল দিয়ে যাও, আমি রাখাল-রাজা,
নৈলে বন্ধু থামিয়ে দেবো তোমার মাদল বাজা !
বজ্র তোমার নেব কে'ড়ে নিবিয়ে বিজ্‌লি-বাতি,
রাখ্‌ব বেঁধে তোমার রাজার ঐরাবতী হাতি !"
বনকে ডেকে বল্‌ব, "কানন, শোনো আমার কথা,
ভীড় ক'রে সব নীড় বাঁধিবে সকল পাখী হোথা।
ঝড়কে ব'লো, আমার আদেশ—একটী পাখীর নীড়
উড়ায় যদি, ধ'রে তারে পরাব জিঞ্জীর !"
সন্ধ্যা হ'লে বাজিয়ে বেণু গোঠের ধেনু লয়ে
ফিরব ঘরে মাঠের রাখাল মায়ের দুলাল হয়ে !

—তৃতীয় ভাই—

—আমি হব দিনের সহচর।
বল্‌ব, "ওরে রোদ উঠেছে লাঙল কাঁধে কর্!
তোদের ছেলে উঠ্‌ল জেগে, ঐ বাজে তার বাঁশী,
জাগ্‌ল দুলাল বনের রাখাল, ওঠ্‌রে মাঠের চাষী!"
"শ্যাঁওলা" "হাঁসা" দুই না বলদ দুই ধারেতে জু'ড়ে,
লাঙলের ঐ কলম দিয়ে মাটীর কাগজ ফুঁড়ে
লিখ্‌ব সবুজ কাব্য আমি, আমি মাঠের কবি,
ওপর হ'তে করবে আশিস দীপ্ত রাঙা রবি।
ধরায় ডেকে বল্‌ব "ওগো শ্যামল বসুন্ধরা,
শস্য দিয়ো আমাদেরে এবার আঁচল ভরা!
জংলী মেয়ে ছিলে তুমি, ছিলনাক 'ছিরি,'
মরুর বুকে থাক্‌তে শুয়ে, ফির্‌তে কানন গিরি।
আমরা তোমায় ধ'রে এনে দিয়েছি ঘর-বাড়ী,
গা ভরা তোর গয়না মাগো ময়নামতীর শাড়ী।
জংলা কেটে ক্ষেত করেছি ফসল সেথা ফলে,
পাহাড়ে তোর "বাংলো" তু'লে দ্বীপ রচেছি জলে।
বন্ধ্যা সম যে সুধা তোর একলা নিয়ে ছিলি,
আমরা নিয়ে সে সুধা তোয় বিশ্বে করি বিলি!

বন্য মেয়ে ! আমরা তোরে করেছি রাজ-রাণী,
ধূলাতে তোর পেতেছি মা সোনার আসন আনি' !"

খামার ভ'রে রাখ্‌ব ফসল গোলায় ভ'রে ধান,
ক্ষুধায়-কাতর ভাই গুলিরে আমি দেবো প্রাণ !
এই পুরানো পৃথিবীকে রাখ্‌ব চির তাজা,
আমি হব ক্ষুধার মালিক, আমি মাটীর রাজা !

—চতুর্থ ভাই—

আমি সাগর পাড়ি দেবো, আমি সওদাগর।
সাত সাগরে ভাস্‌বে আমার সপ্ত মধুকর।
আমার ঘাটের সওদা নিয়ে যাব সবার ঘাটে,
চল্‌বে আমার বেচাকেনা বিশ্ব-জোড়া হাটে।
ময়ূরপঙ্খী বজ্‌রা আমার "লাল বাওটা" তু'লে
ঢেউ-এর দোলায় মরাল সম চল্‌বে দু'লে দু'লে।
সিন্ধু আমার বন্ধু হয়ে রতন মাণিক তার
আমার তরী বোঝাই ক'রে দেবে উপহার।
দ্বীপে দ্বীপে আমার আশায় রাখ্‌বে পেতে থানা,
শুক্তি দেবে মুক্তামালা আমারে নজ্‌রানা।
চারপাশে মোর গাং-চিলেরা করবে এসে ভিড়,
হাতছানিতে ডাক্‌বে আমায় নতুন দেশের তীর।

আস্‌বে হাঙর কুমীর তিমি—কে করে তায় ভয়,
বল্‌ব, "ওরে, ভয় পায় যে—এ সে ছেলেই নয়!"
সপ্ত সাগর রাজ্য আমার আমি বণিক-বীর,
খাজ্‌না জোগায় রাজ্যে আমার হাজার নদীর নীর।
ভয় করি না তোদের দুটো দন্ত নখর দেখে,
জল-দস্যু, তোদের তরে পাহারা গেলাম রেখে
সিন্ধু-গাজী মোল্লামাঝি, নৌ-সেনা ঐ জেলে,
বর্শা দিয়ে বিঁধ্‌বে তারা, রাজ্যে আমার এলে।"
দেশে দেশে দেয়াল গাঁথা রাখ্‌ব নাক আর,
বন্যা এনে ভাঙ্‌ব বিভেদ করব একাকার।
আমার দেশে থাক্‌লে সুধা তাদের দেশে নেবো,
তাদের দেশের সুধা এনে আমার দেশে দেবো।
বল্‌ব মাকে, 'ভয় কি গো মা, বাণিজ্যেতে যাই!
সেই মণি মা দেবো এনে তোর ঘরে যা নাই।
দুঃখিনী তুই, তাইত মা এ দুখ ঘুচাব আজ,
জগৎ জুড়ে সুখ কুড়াব—ঢাক্‌ব মা এ লাজ!"
লাল জহরত পান্নাচুণী মুক্তামালা আনি
আমি হব রাজার কুমার, মা হবে রাজরাণী!

শিশু যাদুকর

পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর !
কোন্ রূপ-লোকে ছিলি রূপ-কথা তুই
রূপ ধ'রে এলি এই মমতার ভুঁই।
নবনীত-সুকোমল লাবনী লয়ে
এলি কে রে অবনীতে দিগ্‌বিজয়ে।
কত সে তিমির-নদী পারায়ে এলি—
নির্ম্মল নভে তুই চাঁদ পহেলি।
অমরার প্রজাপতি অন্যমনে
উড়ে এলি দূর কান্তার-কাননে।
পাখা ভরা মাখা তোর ফুল-ধরা ফাঁদ,
ঠোঁটে আলো চোখে কালো—কলঙ্কী চাঁদ !
কালো দিয়ে করি তোর আলো উজ্জ্বল—
কপালেতে টিপ দিয়ে নয়নে কাজল।

তারা-যুঁই এই ভুঁই আসিলি যবে
একটি তারা কি কম পড়িল নভে ?
বনে কি পড়িল কম একটী কুসুম ?
ধরণীর কোলে এলি একরাশ চুম।

স্বরগের সব-কিছু চুরি ক'রে, চোর,
পলাইয়া এলি এই পৃথিবীর ক্রোড় !

পুতুলের বিয়ে

নিয়ে এলি হুরীদের তুল্‌তু'লে গাল,
পরীদের রাঙা ঠোঁট টুক্‌টুকে লাল,
কিন্নরী-কণ্ঠ ও "নার্সিসী" চোখ,
ললাটেতে প্রভাতের ঊষার-আলোক.
চিবুকের টোল ভ'রে সুধা অমিয়া.
মন্মথ-ফুলধনু ভুরুতে নিয়া,
চোখে ফিরদৌসের 'লাল' 'ইয়াকুত' !—
তোরে, চোর, খুঁজে ফেরে আস্‌মানী দূত
তোরে হেরি বেহেশ্‌তে কাঁদে ইউসুফ্‌,
তোর হাসি শু'নে বনে বুল্‌বুলি চুপ।
ছোট তোর মুঠি ভরি' আনিলি মণি—
সোনার জিয়ন-কাঠি মায়ার ননী।
তোর সাথে ঘর ভ'রে এল ফাল্গুন,
সব হেসে খুন হ'ল, কি জানিস গুণ!
এল কুসুমের বাস পাখীদের গান,
ভিড় ক'রে আলো এল, বুক ভ'রে প্রাণ।
পেলি হেথা ঠোঁট-ভরা মধু চুম্বন,
আমি দিনু হাতে তোর নামের কাঁকন।
তোর নামে রহিল রে মোর স্মৃতিটুক্‌,
তোর মাঝে রহিলাম আমি জাগরুক।